দশম পরিচ্ছেদ

মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি

কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ একখানি বই লইয়া উত্তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে শ্লোক তাহা শুনাইতেছেন --

"যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জিতম্ ॥"

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িতেছেন --

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হৃদয়মধ্যে -- স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতিমাই দেবতা, আর সমদর্শী মহাযোগীদিগের দেবতা সর্বত্রই আছেন।

"সর্বত্র সমদর্শিনাম" -- এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা সকলেই অবাক্ -- এই সমদর্শী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন --

অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্ ॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আহা! আহা!

[*ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড -- তুমিই চিদানন্দ -- নাহং নাহং*]

শ্লোকগুলির আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন। কষ্টে ভাব সংবরণ করিলেন। এইবার

যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে --

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্‌।
সচ্চিৎসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্‌ ॥

"সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্‌" -- এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন, "যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাণষট্‌কম্‌ --

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু --
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌ ॥

যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন -- চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌, ততবারই ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন --

"নাহং! নাহং -- তুমি তুমি চিদানন্দ।"

মহিমাচরণ জীবন্মুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া ষট্‌চক্রবর্ণনা পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন।

এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন, ও সাম্ভবী বিদ্যার।

সাম্ভবী; -- যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই।

[*পূর্বকথা -- সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ*]

মহিমা -- রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) --তুমি রামগীতা রামগীতা কচ্ছো, -- তবে তুমি ঘোর বেদান্তী! সাধুরা কত পড়ত এখানে।

মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন -- "তৈলধারামবিচ্ছিন্নম্‌ দীর্ঘঘন্টানিনাদবৎ"! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন --

"ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্‌।
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্‌ ॥"

অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।